ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

ছাত্রদল-শিবিরের বাধা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট সভা হয়নি

প্রশাসনিক ভবন ও উপাচার্য ভবনে তালা

রা.বি. প্রতিনিধি : তৃতীয়বারের মতো ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের প্রবল বাধার মুখে গতকাল বুধবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বৈঠক গতকাল বুধবার স্থগিত হয়ে যায়।

ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির নেতাকর্মীরা একই সময়ে রা.বি উপাচার্য প্রফেসর সাইদুর রহমান খানকে প্রায় ১২ ঘন্টা তার বাসভবনে অবরুদ্ধ করে রাখে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, গতকাল সকাল ৬টা থেকেই ছাত্রদল ও শিবির কর্মীরা সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ব্যানারে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে জড়ো হতে শুরু করে। এ সময় তারা উপাচার্যের বাসভবনের প্রধান প্রবেশপথ ও অন্য একটি প্রবেশপথ পুলিশের উপস্থিতিতে তালাবদ্ধ করে সেখানে অবস্থান নেয়। তারা প্রশাসন ভবনও তালাবদ্ধ করে দিয়ে দফায় দফায় মিছিল করে ও স্লোগান দেয়। এ সময় ক্যাম্পাসে অবস্থিত ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তবে তাদের অবরোধ চলাকালীন প্রশাসন ভবনের সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে গেলেও ক্লাস ও পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। অবরোধ চলাকালীন সিন্ডিকেট সদস্যরা উপাচার্যের বাসভবনে প্রবেশ করতে গেলে ছাত্রদল-শিবির কর্মীরা যৌথভাবে তাদেরকে প্রবেশ করতে বাধা দেয় বলে কয়েকজন সিন্ডিকেট সদস্য অভিযোগ করেন। তারা সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠানে বাধা ও উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাওকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে উল্লেখ করে এর তীব্র নিন্দা জানান।

এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের মুলতবি সভা গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ছাত্রদল ও শিবিরের অযৌক্তিক প্রবল বাধা ও হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এই ছাত্ররা সকাল সাড়ে ৭টায় প্রশাসনিক ভবনে তালা লাগিয়ে দেয়। এছাড়া সকাল ১০টায় উপাচার্য ভবনের গেট তালাবদ্ধ করে উপাচার্যকে ঘেরাও করে রাখে এবং সিন্ডিকেটের সভা না করার জন্য মিছিল ও উস্কানিমূলক স্লোগান দিতে থাকে। তারা সিন্ডিকেট সদস্যদের উপাচার্য ভবনে প্রবেশে বাধা দেয়, ফলে সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এর আগে গত ৬ অক্টোবরও তাদের বাধার মুখে সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিন্ডিকেট সভার একাডেমিক কাউন্সিল ও ফাইন্যান্স কমিটির কার্যবিবরণীসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুমোদিত হওয়ার কথা ছিল। সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণে বহু ছাত্রছাত্রীকে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা যাচ্ছে না।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত পাঁচ বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় ছিল, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কারণে অনির্ধারিতভাবে কখনো বন্ধ হয়নি। ফলে সেশনজট কমে আসে।

এই পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ বজায় রেখে ১৯৭৩ সালের এ্যাক্ট অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ নবনির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

অপরদিকে গতকালের এ অবরোধ প্রসঙ্গে ছাত্রদল নেতা তাইফুল ইসলাম টিপু বলেন, বর্তমান উপাচার্য তাদের দেওয়া শর্ত উপেক্ষা করে অন্যায় সিদ্ধান্ত পাশের জন্য এ সভা আহ্বান করে। ফলে তারা অবরোধের মাধ্যমে এ সভা স্থগিত করতে বাধ্য হয়।